দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষার পরিবেশ

জাতীয় সংসদের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী মুন্সিগঞ্জে এক বক্তৃতায় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। সরকার শিক্ষাখাতের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি তারও উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সরকার যথার্থই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ। একটি জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার চাইতে আজ কিছুই যে আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় সরকার তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন। তাই সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। চলতি অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতেই সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সরকার দেশে গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এসবের লক্ষ্য একটাই—শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির পশ্চাৎপদতার অবসান।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা অপরিহার্য। দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেই পরিবেশ নেই। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে। বোমাবাজি, গোলাগুলি, মারামারি, হানাহানিতে শিক্ষাঙ্গন হয়েছে কলুষিত। অনেক ছাত্রকে জীবন দিতে হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে অতি তুচ্ছ কারণে বারবার ধর্মঘট হয়েছে। এই অবস্থায় পঠন-পাঠন সম্ভব নয়।

সম্প্রতি সরকার ও কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেকটা উন্নত হয়েছে। সেখানে সন্ত্রাসমূলক ঘটনা নেই বললেও চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছাত্র সংঘর্ষ ও অন্যান্য কারণে বেশক'টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ এবং ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ। মঙ্গলবার ছাত্র সংঘর্ষের ফলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আলীয়া মাদ্রাসা। এসব ঘটনা অনাকাংক্ষিত। এসব ঘটনার ফলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। দেশের শিক্ষার তথা সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে এ ধরনের ঘটনার অবসান ঘটানো এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন—অন্যথায় শিক্ষাখাতের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপের এবং শিক্ষার জন্য সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্য পূরণ করা দুরূহ হয়ে উঠবে। এই দায়িত্ব পালনে একদিকে যেমন ছাত্র ও শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে তেমনি সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও ভূমিকা রাখতে হবে।

দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত হাতেই আইন-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। গোটা জাতিকে মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি হতে দেয়া যায় না বছরের পর বছর ধরে জনগণের অর্থ সেশন জটের আবর্তে অপচয়িত হতেও দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের শাস্তিবিধান এবং ছাত্র রাজনীতিকে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করেই কেবল শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।